আলো আছে

স্বামী সুপর্ণানন্দ

সত্যনিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রকাশকেই বোধহয় Integrity বলা হয়। Truth, Goodness, Honesty—এরা সব একসঙ্গে একটি জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করলে তবে Integrity বজায় থাকে। এককথায় এর সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। তবুও অভিধান থেকে একটি শব্দ পাই—অবিকলতা বা অখণ্ডতা। এক্ষেত্রে শুধু সত্য, সাধুতা থাকলেই হল না; এদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে কল্যাণভাবনা। একজনের চরম ক্ষতি করেও অনেকসময় সত্যপালন বা সাধুতার রক্ষণ সম্ভব হয়। আমাদের অনেকেরই জীবনে এসব পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে, হচ্ছেও। চরিত্র-মাধুর্য বজায় রাখার অর্থ Integrity বজায় রাখা।

আমরা কতটা সাধুভাবাপন্ন—সে-পরীক্ষা মাঝে মাঝে দিতে হয়। নানান লোভে পড়ে আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলি। হঠাৎ করে লোভনীয় কিছু সামনে পড়লে তা এড়িয়ে যাওয়া অনেকের পক্ষেই কঠিন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাঁর স্নেহের পাত্র ব্রহ্মানন্দজীকে (তখন তিনি যুবক রাখাল) রাস্তায় পড়ে থাকা পয়সা তুলে নিতে নিষেধ করেছিলেন, যদিও রাখাল সেটি কোনও গরিবমানুষকে দেওয়ার জন্যই কুড়িয়ে নেন। টাকাপয়সার দরকার আছে কি না সে-প্রশ্ন অবান্তর। বেওয়ারিশ টাকার থলে রাস্তায় পড়ে থাকলে স্বভাব-অভাবের কথা নয়, কেবলমাত্র প্রবৃত্তির বশেই আমরা তুলে নিই। যখন দেখি সেখানে কোনও ঠিকানা বা ফোননম্বর নেই—তখন টাকাটা পকেটে পুরে নিই। এর ফলে যে Integrity-র সমাধি হল তা বুঝি না। এতে সাধুতা লজ্জিত হল, Goodness-কে পিছনে ঠেলে দেওয়া হল।

সম্প্রতি একটি মাসিক পত্রিকার কর্তৃপক্ষ (দ্রষ্টব্য Reader's Digest, October 2013, pg. 55-64) প্রায় দুই লক্ষ টাকার টোপ ফেলে পৃথিবীর ষোলোটি নগরের প্রতিটিতে বারোটি করে মোট একশো বিরানব্বইটি টাকার থলি ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের সাধুতার পরীক্ষা নিয়েছেন। প্রতিটি নগরেই যেখানে যেখানে টাকার থলিগুলি ফেলা হয় সেখানে খুব নজরদারির ব্যবস্থা ছিল। মানুষজন ভাবত—হারিয়ে যাওয়া মানিব্যাগ বুঝি বা পড়ে আছে। অধিকাংশই কুড়িয়ে নিত এবং পকেটে পুরে ফেলত। প্রতিটি থলিতে সাতশো পঞ্চাশ টাকা বা পঞ্চাশ ডলার করে রাখা হয়েছিল এবং সুদৃশ্য মানিব্যাগগুলিকে পার্ক, বাজার, হোটেল, ফুটপাথ প্রভৃতি স্থানে ফেলে দেওয়া হয়। একেবারে যাকে বলে Real Life Test of Honesty। নগরগুলি হল—হেলসিঙ্কি (ফিনল্যান্ড), মুম্বই, বুদাপেস্ট

(হাঙ্গেরি), নিউইয়র্ক সিটি, মস্কো, আমস্টারডাম (হল্যান্ড), বার্লিন (জার্মানি), Ljubljana (স্লোভেনিয়া), লন্ডন, ওয়ারশ (পোল্যান্ড), বুখারেস্ট (রুমানিয়া), রিও ডি জেনিরো (ব্রাজিল), জুরিখ (সুইজ্যারল্যান্ড), প্রাগ (চেকোস্লোভাকিয়া), মাদ্রিদ (স্পেন), লিসবন (পর্তুগাল)। প্রতিটি ব্যাগে ঠিকানা দেওয়া ছিল। তা সত্ত্বেও যারা সেগুলি কুড়িয়েছিল তারা অর্থ আত্মসাৎ করেছিল। একশো বিরানব্বইটি ব্যাগের মধ্যে নব্বইটি ব্যাগ টাকা সমেত ফিরে এসেছিল (৪৭%)। বাকি একশো দুইটি ব্যাগ যারা নিয়েছিল অথচ ফেরত দেয়নি তাদেরও সনাক্তকরণ হয়েছিল। এক্ষেত্রে যুবক, বৃদ্ধ, নর বা নারীর কোনও ভেদ ছিল না। যুবকরাও গ্রহণ করেছে, আবার অনেকেই করেনি। বৃদ্ধদের ক্ষেত্রেও তাই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নারীরা বেশি লোভী প্রমাণিত হয়েছে; কোনও কোনও দেশে পুরুষরা। সুতরাং কারা বেশি সাধুপ্রকৃতির তা এককথায় বলা যাবে না। দেখা গেছে, তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া কাজ করেছে :

(১) একদল ব্যাগ নিয়েছে, ফেরত দেয়নি,

(২) আর একদল ব্যাগ নিয়ে ফেরত দিয়েছে,

(৩) আর একদল ব্যাগ পড়ে আছে দেখেও ফিরে তাকায়নি বা নিবিষ্টমনে দেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওতে হয়তো বিস্ফোরক পদার্থ আছে।

ব্যাগ নিয়ে ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে নগরানুযায়ী ফলাফল এরকম : হেলসিঙ্কি ১১/১২, মুম্বই ৯/১২, বুদাপেস্ট ৮/ ১২, নিউইয়র্ক সিটি ৮/১২, মস্কো ৭/১২, আমস্টারডাম ৭/১২, বার্লিন ৬/১২, Ljubljana ৬/১২, লন্ডন ৫/১২, ওয়ারশ ৫/১২, বুখারেস্ট ৪/১২, রিও ডি জেনিরো ৪/১২, জুরিখ ৪/১২, প্রাগ ৩/১২, মাদ্রিদ ২/১২, লিসবন ১/১২।

ভারতের অন্য নগরের চেয়ে মুম্বই-এর প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র। ভীষণরকমের ঘন জনবসতি, জীবনযাপনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়; বিভিন্ন ধরনের মানুষজন বাস করে। ফলে স্বার্থপরতা, অপরাধপ্রবণতা বেশি বলেই জানি। কিন্তু এখানে সাফল্যের হার ৯/১২। সাংবাদিকরা জানাচ্ছেন, নয়জনকেই ফোন করে জানানো হয়েছিল টাকাটা আপনারা রাখতে পারেন। তবু তারা তা নিতে চায়নি। এটি একটি বিস্ময়। মুম্বই শহর এত ভাল ফল কী করে করল? এটা একটা random study। তবু এই study-র একটা ethical ও moral দিক তো আছেই। আমরা নিজের দেশকে এত খারাপ ভাবি কেন? এখানেও এত সৎ নাগরিক আছেন তা তো জানা ছিল না! ইউরোপের ফিনল্যান্ড পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ moral country রূপে প্রসিদ্ধ। শোনা যায়, সেখানে মানুষ ঘরে তালাচাবিও দেয় না। মুম্বইতে আমেরিকার থেকেও এত ভাল ফল কী করে সম্ভব হল? এখানে আমরা খুব খারাপ ফলই আশা করেছিলাম। উলটো ছবি কেন পাওয়া গেল?

আসলে আমরা নিজেদেরই চিনি না। আমরা স্বরূপত ভাল; খারাপ নই। এই আত্মবিশ্বাস আমরা পেয়েছি আমাদের দর্শন থেকে। সেই দর্শনের ভাব জীবনে এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট রয়েছে যে তা বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে পড়ে। জীবনের এই পরম সম্পদকে আমরা এভাবেই আঁকড়ে ধরে আছি। আমরা লড়াই করে বড় হতে চাই; আমাদের অনেক কিছুই নেই। তবু অন্যের কাছ থেকে নিয়ে ঘর ভরাতে চাইনি। আমাদের দরিদ্ররা না খেয়ে মরে যায় তবু চুরি-ডাকাতি করে না।

আমেরিকায় গিয়ে স্বামীজী আমাদের এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা প্রচার করেছিলেন। ভারতে দারিদ্র্যের সঙ্গে পাপকার্য যুক্ত নয়। দরিদ্ররাই কেবল অন্যায় কাজ করে এমন কথা ভারতীয়দের সম্বন্ধে বলা যাবে না। আমরা ভাল বলেই ভাল। অন্য কোনও কারণ খুঁজতে যাওয়া

বৃথা। কোথায় যেন গোপন হৃদয়ে—দেশের জন্য, সমাজের জন্য, পরিবারের জন্য একটি ধ্রুব ভালবাসা কাজ করে। এই সাধুতা শুধুমাত্র Honesty শব্দের দ্বারা বোঝানো যাবে না। প্রাণের বিনিময়েও তারা অন্যায় কাজ করে না। তারা দিতেই জন্মেছে, নিতে নয়। এদের দুর্দশাই স্বামীজীকে বিব্রত করেছিল বেশি। এদের তিনি প্রণামও জানিয়েছিলেন। এই ভারত এখনও সজীব, সবল। এই ভারতই পৃথিবীর কাছে জীবনসুধা বিতরণ করছে।

এই ধরনের মানুষের সংখ্যার উপরই দেশের প্রকৃত উন্নতি নির্ভর করে। যে-সমাজ বেশি সংখ্যায় এমন মানুষ সৃষ্টি করেছে সে-সমাজই ধন্য। আমরা সর্বত্রই এমন বিরল মানুষের সন্ধান পাই এবং গর্ব অনুভব করি, সম্মান জানাই। এইসব মানুষ জয়-পরাজয়ে অবিচল থাকেন। হেরে গিয়েও হারিয়ে যান না; বরং উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেন।

এমন একজন মানুষের উল্লেখ করব। নাম তাঁর রুবেন গঞ্জালেস, টেনিস খেলোয়াড়। বিশ্বখেতাবের জন্য ফাইনাল খেলছেন। শেষ গেম-এ জয়-পরাজয়ের নির্ধারণ হবে। আগেই চারটি গেমে ২-২ হয়ে রয়েছে। জয়সূচক সার্ভিস করলেন গঞ্জালেস। প্রতিপক্ষ তা ফেরাতে পারলেন না। রেফারি, লাইনসম্যান সবাই গঞ্জালেসকে জয়ী বলে ঘোষণা করলেন। খেলা শেষ। গ্যালারি তাঁর জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়ছে। গঞ্জালেস কিন্তু প্রতিপক্ষকে বললেন : That shot was faulty—ঠিকভাবে নেওয়া হয়নি। সবাই স্তব্ধ। খেলা আবার শুরু হল। শেষও হল চরম নিস্তব্ধতার মধ্যে। গঞ্জালেস হেরে মাথা উঁচু করে মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন; দর্শককুল আকুলনয়নে তা দেখছে। এমনও হয়! এমন মানুষও পৃথিবীতে আছে? এই প্রশ্ন নিয়েই সাংবাদিকরা ঘিরে ধরলেন তাঁকে—তুমি এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত কেন নিতে গেলে? উত্তর এল : বা রে! তা নইলে আমি Integrity বজায় রাখতে পারতাম না।

লোকে জানত গঞ্জালেস সত্যবাদী। কিন্তু সত্যবাদিতা তাঁর জীবনে কীভাবে এক কল্যাণ-সুন্দর-কান্তি ধারণ করে আছে তা তো কেউ জানত না। চোরাগোপ্তা মিথ্যের আশ্রয় নিয়েও অনেক সত্যবাদী থাকেন। কিন্তু সেখানে Integrity নেই। অন্যকে সহজেই প্রতারিত করা যায়। কিন্তু নিজেকে? যাঁরা তা করেন না তাঁরা গঞ্জালেসের মতোই অতি বিরল। সংসারও যে একটি বড় আশ্রম হয়ে উঠতে পেরেছে তা এইসব মানুষেরই জন্য। এঁরা আলো হয়ে আছেন আমাদের আশেপাশেই, কিন্তু প্রচারের আড়ালে।

আরও একজন মানুষের কথা বলি। তাঁরা তিন বন্ধু সাংবাদিক—দূরে গিয়েছিলেন খবর সংগ্রহের জন্য। কাজ শেষ করে বিমানবন্দরে ফিরতে দেরি হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি চেক-ইন করে প্রায় ছুটতে ছুটতেই বিমানে উঠেছেন। বিমান ছাড়বে। সে-মুহূর্তে হঠাৎ একজন বন্ধু বললেন—আমি এ- ফ্লাইটে যাব না। অন্যরা বোঝালেন; কিন্তু কোনও ফল হল না। তিনি নেমে গেলেন এবং লাউঞ্জে হাজির হলেন। আসলে যাওয়ার সময় তিনি একটা টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিলেন এবং টেবিল থেকে কিছু উলটেও গিয়েছিল। সেসব দেখার সময় ছিল না তখন। বিমানে বসে তাঁর মনে ভীষণ প্রতিক্রিয়া হয়। তাই নেমে এলেন এবং দেখলেন—টেবিলে রাখা ঝুড়িটিতে ফল ছিল—বিক্রির জন্য। সেসব মেঝেতে পড়ে গেছে এবং ফলবিক্রেতা একটি আট-নয় বছরের অন্ধ বালিকা কাঁদছে। তিনি বেছে বেছে আস্ত ফলগুলি ঝুড়িতে রাখলেন, অন্যগুলি টেবিলের আর একপাশে রাখলেন। তারপর একখানা হাজার

টাকার নোট অন্ধ মেয়েটির হাতে দিয়ে বললেন—তোমার যা ক্ষতি হয়েছে আশা করি এতে তা পূরণ হবে।

মেয়েটি বুঝতে পারেনি সেটি হাজার টাকার নোট। কিন্তু এটুকু বুঝেছিল যে টাকার অঙ্কটা বেশ বড়। সে তখন বিলীয়মান বুটের শব্দ অনুসরণ করে ছুটতে লাগল আর চিৎকার করে বলতে লাগল—তুমি কে? তুমি কি ভগবান? তুমি কি ভগবান?

হ্যাঁ! এই পৃথিবীতে এঁরা ভগবান। আমরাও অনেক সময় অন্যায় করে ফেলি। কিন্তু প্রতিকারের কোনও প্রয়োজন বোধ করি না। যার ক্ষতি হয় সে ক্ষত নিয়েই পড়ে থাকে। অনেক সময় ক্ষমার ব্যবস্থা থাকে। ক্ষমা কিন্তু প্রকৃত ব্যবস্থা নয়। অপরাধকে ক্ষমা করে দিলে ক্ষতির কোনও পূরণ হয় না।

ওই সহৃদয় সাংবাদিকের বাড়ির লোক অপেক্ষা করে থাকবেন তাঁর জন্য। তাঁকে আবার নতুন করে বিমানের টিকিট কাটতে হবে; পরের ফ্লাইট কখন কবে তারও ঠিক নেই। কিন্তু তিনি এত সব ক্ষতি স্বীকার করেও নিজের কৃতকর্মের প্রতিকার করেছেন। সাধুতার সঙ্গে কল্যাণ যুক্ত হয়েছে এখানে। তিনিও বিমান থেকে নেমে এসেছিলেন—গঞ্জালেসের মতো নিজের Integrity বজায় রাখার জন্য। এঁদের মানসলোক আত্মজ্যোতির আলোকে অধিকতর আলোকিত—এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং সেজন্যই এঁরা পরার্থকে স্বার্থ বলে সহজ মনে গ্রহণ করতে পারেন।

শ্রীসারদা মঠ থেকে প্রকাশিত হয়েছে

সাধুসঙ্গে পুণ্যকথা

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অষ্টম সঙ্ঘাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের পূত সান্নিধ্যের কয়েকটি অন্তরঙ্গ চিত্র উপহার দিয়েছেন শ্রীসারদা মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসিনী প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণামাতাজী। মূল্য ২৫ টাকা।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজীর স্মৃতি

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বাদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ ছিলেন ভক্তপ্রিয়, ভক্তবৎসল। মাতৃভাব ও সাধুভাবের যুগপৎ প্রকাশ তাঁর ব্যক্তিত্বকে অসাধারণ মাত্রা দিয়েছিল। পূজনীয় মহারাজের স্নেহধন্য শ্রীঅজয় কুমার ভট্টাচার্যের এই স্মৃতিগ্রন্থটি সেই মহনীয় চরিত্রের এক বিশ্বস্ত প্রতিবেদন। মূল্য ২৫ টাকা।

অমৃতনির্ঝর

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পরিকরদের জীবন এবং বাণী চিরন্তন, কারণ মানবকল্যাণই সেগুলির একমাত্র লক্ষ্য। এই পুস্তিকাটি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং বারো জন পার্ষদ মহারাজের সেই অমৃতবাণীসমূহের সংকলন। মূল্য ১০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীসারদা মঠ, সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন কার্যালয়, অদ্বৈত আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার।